দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ....

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ত্র রাজনীতি ব
আগামী মাসে
সংলাপ

শাহজাহান সরদার ॥ ছাত্র রাজনীতির
র সিদ্ধান্ত নিতে সরকার আগামী মাসে
বিভিন্ন রাজনৈতিক (২য় পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

ছাত্র রাজনীতি

(১ম পৃঃ পর)

ক একটি সংলাপে আহ্বান জানাবে। সংলাপে
গ্রহণের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে
ষ্ঠানিক চিঠি দেয়া হবে। সরকারী উচ্চপর্যায়
জানা গেছে, ছাত্র রাজনীতি বন্ধের ঝুঁকি
ার এককভাবে নিতে চাচ্ছে না। তাই সংলাপের
মে সমঝোতায় পৌঁছতে চাচ্ছে। এ জন্য
ারের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই বিভিন
নতিক দলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে।
ধী আওয়ামী লীগও ছাত্র রাজনীতি বন্ধের
রী উদ্যোগের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে বিভিন
নতিক দলের সঙ্গে যোগাযোগ করছে।
রী দল ছাত্র রাজনীতি বন্ধের পক্ষে জনমত
তুলছে আর বিরোধী আওয়ামী লীগ ছাত্র
তি অব্যাহত রাখার পক্ষে জনমত গড়ছে।
বড় দলই নিজ নিজ অবস্থানের পক্ষে
তিক সমর্থন আদায়ে ব্যস্ত।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জাতীয়
র গত অধিবেশনে তাঁর ভাষণে দেশে
ত সন্ত্রাসের কারণে ছাত্র রাজনীতি বন্ধের
গুরুত্ব আরোপ করে বক্তব্য রাখেন। এরপর
ছাত্র রাজনীতি বন্ধের ব্যাপারে সরকারীভাবে
নেয়া হয়। কিন্তু বিরোধী আওয়ামী লীগসহ
, জাসদসহ অন্যান্য দল এর বিরোধিতা
াসছে। সরকারী পক্ষ থেকে দেশে সন্ত্রাসী
ণ্ডর জন্য ছাত্র রাজনীতিকে দায়ী করা হচ্ছে।
রোধী দল এটা মানতে রাজী নয়। তারা
এটা সরকারী ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছু নয়।
ক্ত দলগুলোর ছাত্র সংগঠনগুলো ছাড়া অন্য
ছাত্র সংগঠন ইতিমধ্যেই ছাত্র রাজনীতি
সরকারী উদ্যোগের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ
। গত মঙ্গলবার রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
হার হলে পুলিশী হামলা, ছাত্রী নির্যাতন
র দিন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্র মিছিলে
আক্রমণকে কেন্দ্র করে ছাত্র সংগঠনগুলো
হয়। সাবেক ছাত্র নেতারাও এ ব্যাপারে
হচ্ছে। ছাত্র সংগঠনগুলো মনে করছে ছাত্র
বন্ধের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ হামলা
য়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের
ুলিশী হামলাকে কেন্দ্র করে বিরোধী
ক দলগুলোর মধ্যেও প্রতিক্রিয়া হয়েছে।
লীগ ইতিমধ্যে কয়েকটি রাজনৈতিক
তাদের সঙ্গে কথা বলেছে। এ ঘটনাকে
র আওয়ামী লীগ ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচী নিয়ে
তে চায়। সরকারী দল বিএনপিও ১১
য়কজন নেতার সঙ্গে কথা বলেছে।

ত্র রাজনীতি বন্ধের আগে সরকার
য়সহ সরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের
বন্ধ করতে চায়। অর্থাৎ যেসব শিক্ষক
াকরিতে নিয়োজিত আছেন তারা কোন
নীতিতে অংশ নিতে পারবেন না। আর
লের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশের সংশোধনী
দ্যোগ নেয়া হবে। সরকারী সূত্র মতে এ
র বলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের
পথ সুগম হচ্ছে। আর দলাদলি, কোন্দল
তাই এ অধ্যাদেশ সংশোধন করা হবে।
এ ব্যাপারে সরকারী সিদ্ধান্ত হতে পারে
গেছে।